বুঝিতে হইবে। আনন্তর্য্য অর্থ বিশিষ্ট "অথ" শব্দ শ্রবণ-কীর্ত্তনে মঙ্গল বিধানার্থ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে, সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সম্বন্ধ শব্দের অর্থ শাস্ত্র ও শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকরূপ একটী সম্বন্ধ আছে। নিখিল শাস্ত্র যে বস্তুটী প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বস্তুটী শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ; আর যে শাস্ত্র প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইটি প্রতিপাদক। নিখিল শাস্ত্র কোন্ বস্তু প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত—এইটী যদি বিচার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—নিখিল শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মা-বস্তুর সংবাদ দেওয়া। নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুর বাচ্যগত-ভেদ থাকিলেও উদ্দেশ্য-গত ভেদ নাই। সেই পরমানন্দ বস্তুই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে দুই প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ; তন্মধ্যে অমূর্ত্ত আনন্দই ব্রহ্ম-সংজ্ঞায় অভিহিত হন, আর মূর্ত্ত আনন্দ পূর্ণ অভিব্যক্তবিশেষে ভগবান্ ও কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত বিশেষে পরমাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। এই জাতীয় বিচারই পূর্ব্বে চারিটী সন্দর্ভে করা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে একই পূর্ণ সনাতন পরমানন্দ-স্বরূপ পরবস্তু সাধকের সাধনশক্তির তারতম্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—এই তিনপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। নিখিল শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্যরূপে অদ্বয় পরমানন্দ-স্বরূপ-বস্তুটীতেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই পরতত্ত্ব বস্তুটী সম্বন্ধী ; আর ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্—এই তিনপ্রকার সেই অদ্বয়জ্ঞান-লক্ষণ পরতত্ত্বের আবির্ভাব বিশেষ। সেই পরতত্ত্ব-লক্ষণের ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যেও ভগবদ্রূপে আবির্ভাবেরই পরমোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। পরমাত্মার বিভূতিগণন-প্রসঙ্গে জীবরাশিকে তটস্থশক্তিমধ্যে গণনা করা হইয়াছে। যেহেতু জীব স্বরূপে চৈতন্য হইয়াও অভিমানে আপনাকে ত্রিগুণময় বলিয়া মনে করে ; সেই জীবরাশি জড়াংশরহিত শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ হইলেও তাহাদিগের সংসারে দুঃখের কথা জানান হইয়াছে। তাহার মূলকারণ – মায়া কর্ত্তৃক তাহাদের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হইয়াছে এবং সেই মায়া কর্ত্তৃকই সত্ত্ব, রজঃ তমঃগুণময় মায়াকার্য্য দেহাদিতে "আমি" বলিয়া ভাবনাটী উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ জীবের যে চৈতন্যস্বরূপ, তাহা ভুলিয়া জড়ীয়দেহাদিতে আত্মাভিমান হইবার জন্যই এই সংসারে দুঃখভোগ করিতে হইতেছে। জড়ীয়বস্তুতে মানস-সম্বন্ধ রচনার নামই সংসার এবং সেই জড়ীয় সম্বন্ধটীই নিখিল দুঃখের হেতু।